পাঠক ফোরাম

প্রসঙ্গ: তৃতীয় ধারা

১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনে সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দমনের অঙ্গীকার নিয়ে বিএনপি ও শরিকদল রেকর্ডসংখ্যক আসন পেয়ে দুর্নীতিবাজ আওয়ামী লীগ সরকারকে হটিয়ে নতুন সরকার গঠন করেছে। কিন্তু সরকার গঠনের পরপরই সন্ত্রাস, নির্যাতন আর দখলদারিত্বের হার যে পরিমাণ বেড়েছে তা বর্বরতার যুগকেও হার মানায়। বিশ্ববিদ্যালয়, এমপি হোস্টেল থেকে আরম্ভ করে পাবলিক টয়লেট পর্যন্ত এ দখলদারিত্বের হাত থেকে রেহাই পায়নি। আমরা দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও দখলদারিত্বের হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় যাদেরকে ভোট দিয়েছি আমরা আজ তাদের কাছেই জিম্মি? '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরাচার এরশাদের পতনের পর বিএনপি সরকার গঠন করেছিল। দুর্নীতি সন্ত্রাসের হাত থেকে মুক্তি পাবার আশায় জনগণ '৯৬ তে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়, কিন্তু যে-ই লঙ্কায় যায় সেই রাবণ হয়। অবশেষে তাদের হাত থেকেও রক্ষা পাবার আশায় তৃতীয় ধারার কোনো শক্তি না থাকায় আবারও ২০০১'-এ বিএনপিকে ভোট দেয়। কিন্তু পরিবর্তনের কোনো ছোঁয়া লাগেনি। জাতি আজ এই ক্লান্তিলগ্নে অন্য কোনো তৃতীয় ধারার প্রত্যাশী।

আজহারুল ইসলাম
জহিরুল হক হল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বুদ্ধিজীবী সন্ত্রাস

১৯ অক্টোবর সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত 'হাসিনার পরাজয় এবং বুদ্ধিজীবী সন্ত্রাস' বিশ্লেষণধর্মী চমৎকার প্রতিবেদনের জন্য প্রধান প্রতিবেদক গোলাম মোর্তোজাকে ধন্যবাদ। তিনি যথার্থই বলেছেন, 'এইসব বুদ্ধিজীবীরা ভুল বা অনৈতিকতার পক্ষে কথা বলে যেমন দলের ভরাডুবি নিশ্চত করেছেন, তেমনি নিশ্চিত করেছেন নিজেদের প্রাপ্তি। এরা এখন যা লিখছেন তাতে আওয়ামী লীগ আরো বিভ্রান্ত হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে'। তাহলে কি আমরা যা শুনেছি তা সত্যি? শুনেছি এসব বুদ্ধিজীবীরা নাকি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের নামে আওয়ামী তহবিল থেকে কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন। এসব বুদ্ধিজীবীদের অবৈধভাবে প্রাপ্ত চিংড়ি প্রকল্প, গার্মেন্টস প্রকল্প সম্বন্ধে সঠিক তদন্ত করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি বিশেষ অনুরোধ রইল।

নাজনীন ইলিয়াস
পূর্ব রাজাবাজার, ঢাকা

চাকরি

দল-মতের উর্ধ্বে থেকেই বলছি, সব সরকারি ও অন্যান্য ধরনের নিয়োগ বন্ধ ঘোষণা হয়েছে। এ কেমন বিচার? এতদিন বসে থেকে, এত দীর্ঘ পরীক্ষা শেষে এমন নির্দেশ কি আমরা যারা বেকার তারা আশা করেছি? ক্ষমতায় যারা আছেন তারা কি কখনও বোঝেন বেকারদের অবস্থা? কত পরিবারের স্বপ্ন ভেঙে গেছে, কত বাবা উচ্চশিক্ষিত ছেলের বেকার জীবন বইতে না পেরে হতাশায় গুমরে মরছে। সে খবর কি ক্ষমতাসীনরা রাখেন? সামাজিক অন্যায়গুলো কি এতে আরোও বৃদ্ধি পাবে না? দেশের ব্যাপক বেকার সমস্যার প্রেক্ষিতে এধরনের নির্দেশ বাতিলের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।

ইফতি
রূপনগর মিরপুর, ঢাকা

ধর্মীয় শিক্ষা

আজকাল অনেকেই দাবি তুলছেন স্কুল-কলেজ থেকে ধর্মীয় শিক্ষা উঠিয়ে দেয়া হোক। আবার অনেকে বলছেন ধর্মীয় শিক্ষাকে মাধ্যমিক পর্যায়ে আবশ্যিক না রেখে ঐচ্ছিক করা হোক। কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষা সবারই নেয়া উচিত। যিনি যে ধর্মেরই অনুসারী হোন না কেন তিনি যদি তার ধর্মের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে ধর্মীয় বিধিনিষেধগুলো মেনে চলেন তাহলে জীবন আরো সুন্দর হবে। কোনো ধর্মই অন্যায় পাপাচারকে অনুমোদন করে না। যখনই মানুষ ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে তখনই জড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন পাপ কর্মে। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, বহু লোকই তো ভীষণ ধার্মিক অথচ তিনি করেননি এমন পাপ কর্ম নেই। এরা আসলে ধার্মিক নন। এরা বকধার্মিক। আবার ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়িও ঠিক নয়। ধর্মপ্রিয়তা ভালো কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামি সমাজে কেবল অশান্তির আগুনই জ্বালাতে পারে। আর ধর্মকে পুঁজি করে যারা নিজেদের ফায়দা লুটতে চায় তারা দেশ ও জাতির শত্রু।

এসএম নওশের
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকাল কলেজ হাসপাতাল

জিয়া উদ্যান

সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রিমা উদ্যানের নাম পরিবর্তন হয়েছে জিয়া উদ্যান। কিন্তু উদ্যানের ভূমিকা রয়ে গেছে একই। রাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্যান চলে যায় পতিতাদের দখলে। একজন মুক্তিযোদ্ধার কবরের চারপাশে চলে আদিম ব্যবসা। অথচ প্রশাসনের কোনো মাথাব্যথা নেই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ— কেবল নাম পরিবর্তন নয়, উদ্যানের সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখতে উদ্যোগ নিন।

কাইসার রহমানী মানিক
মিরপুর ঢাকা

নির্বাচনে নিরপেক্ষতা

আওয়ামী লীগ এখনো নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে আন্দোলন করছে। আওয়ামী লীগ সরকারের দলীয় উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাজানো প্রশাসনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ভেঙে দেওয়ায় শুরু থেকেই আওয়ামী লীগ ও তাদের অনুসারী বুদ্ধিজীবীরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করেন এবং তার ভাবমূর্তি বিনষ্টের চেষ্টা করেন । আওয়ামী লীগের দলীয়ভাবে সাজানো প্রশাসনকে নতুন করে সাজানোর কারণে

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্রুসেড

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে 'ক্রুসেড' ঘোষণা করেছেন আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি উল্কার বেগে ছুটে বেড়াচ্ছেন সারা দেশ। কিন্তু কোথাও সন্ত্রাসীদের খুঁজে পাচ্ছেন না। অথচ দৈনিক পত্রিকার খবর অনুযায়ী বিএনপি সন্ত্রাসীদের কবল থেকে গণশৌচাগার এমনকি কবরস্থানও রক্ষা পায়নি, সবই তাদের দখলে। তবে কি এসব খবর মিথ্যে? সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চল্লিশ হাত মাটির নিচ থেকে সন্ত্রাসীদের ধরে আনবেন বলতেন, বাস্তবে দেখা গেছে নিজের দলীয় সন্ত্রাসীদের গডফাদারের সঙ্গেই ছিল তার সুসম্পর্ক। 'জনগণ আমাদের ভোট দেয়নি, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গণরায় পেয়েছি'— স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এ বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত নই। কারণ আমাদের দেশের জনগণ যদি সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেই রায় দিত তবে কোনো রাজনৈতিক দল কোনোদিনও ক্ষমতায় আসতে পারত না। রাজনৈতিক দলগুলোই সন্ত্রাসীদের লালনকারী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'ক্রুসেড' ঘোষণা করেছেন ভাল কথা। যদি ক্রুসেডে জয়ী হতে চান তবে সর্বপ্রথমে আপনার দলীয় সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে তা শুরু করুন। আর হ্যাঁ, অনুরোধ এমন কিছু করবেন না, বলবেন না যা আপনাকে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতোই করে তোলে।

আদিব মাহমুদ, মিরপুর রোড, ঢাকা

লৈঙ্গিক বৈষম্য

বিশ্ব এগিয়ে গিয়েছে কিন্তু এখনো এগিয়ে যেতে পারিনি আমরা। আক্ষরিক অর্থে এখনো আমরা পড়ে আছি ১০০ বছর পেছনে। এখনো এখানে বেশির ভাগ নারী নির্যাতিত হয় পুরুষ কর্তৃক। মেধা, শ্রম, যোগ্যতা দিয়েই তো একজন মানুষকে মূল্যায়ন করা উচিত। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে অনেকাংশেই তা হয় না। তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজের স্বীকৃতি, সম্মানী থেকে তারা অনেক ক্ষেত্রেই বঞ্চিত। একজন মেয়ে হিসেবে হয় সে অবহেলিত বা অতিরিক্ত সুবিধাপ্রাপ্ত। এর কোনোটাই গ্রহণযোগ্য নয়। বেশির ভাগ মানুষ এখনো মনে করে একজন মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ায় একটি ভালো বিয়ে, একজন ভালো ধনাঢ্য স্বামী। অথচ মেধাশ্রমই তো মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারক হবার কথা। দীর্ঘ ১৪ বছর পর দেশে এসেও দেখলাম এখানে নারীরা শৃঙ্খলিত, চরম লৈঙ্গিক বৈষম্যের শিকার।

ডা. ফারজানা হক, লালমাটিয়া ঢাকা

টোকাই

নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়েছে। শুধু নিজস্ব স্বার্থের ওপর আঘাত আসায় আওয়ামী লীগ ও তার অনুসারী বুদ্ধিজীবীরা এখনো নির্বাচনের নিরপেক্ষতার বিষয়ে প্রশ্ন তুলছেন।

মোঃ রমিজ উদ্দিন মোল্লা
দেবিদ্বার, কুমিল্লা

তেল-গ্যাস

দেশের তেল-গ্যাস কেন, কোথায়, কিভাবে বিক্রি করা হবে বা হচ্ছে সে ব্যাপারে দেশবাসীকে সবার আগে সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত জানানো হোক, তারপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হোক। ঋণে ডুবে যাওয়া দেশের শেষ সম্বল হাতছাড়া করার আগে আশা করছি কর্তৃপক্ষ সুষ্ঠুভাবে চিন্তা-ভাবনা করবেন।

সামুয়েল ইকবাল
মুন্সিপাড়া, রংপুর

মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয়

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সরকার গঠন করেই মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করেছেন। নতুন সরকারের মন্ত্রিসভায় প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা বিরোধী একটি শক্তি যুক্ত হয়েছে। এ অবস্থায় বর্তমানে সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কতটা সাফল্য দেখাতে পারবে সেটাই দেখার বিষয়।

এমি
দৌলতপুর, খুলনা

গাইড বই

আমার মত অনেক মধ্যবর্তী ধাঁচের ছাত্র-ছাত্রীরা গাইড বইয়ের ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু সে গাইড বই আমাদের জন্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য? ভালো ফলাফলের কথা দূরে থাক, অনেক ক্ষেত্রে গাইড বই আমাদের জন্য ফেলের সম্ভাবনাও বয়ে আনে। এম আব্দুল্লাহ এন্ড সন্স থেকে প্রকাশিত ডিগ্রি পাস কোর্সে অর্থনীতি ১ম, ২য় ও ৩য় পত্র গাইডটিতে যেসব চিত্র দেওয়া হয়েছে তারা সব চিত্রই ভুল এবং সেখানে কোনো গাণিতিক ব্যাখ্যা নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে সে গাইডটিতে লেখা থাকে সবচেয়ে বেশি নম্বর পাওয়ার প্রত্যাশীদের জন্য?

সেলিনা আখতার শেলী
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

টেলিফোন বিভ্রাট

টেলিফোন নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা নতুন কিছু নয়। এমনই একটি উদাহরণ ৯০০৫৯২১ ফোনটি। গ্রাহক মোঃ নুরুল ইসলাম। দীর্ঘ তিন-চার বছর আগের কিছু বিল বাকি আছে এই মর্মে তাকে চিঠি দেওয়া হয়েছে টিএন্ডটি থেকে। অথচ তিন-চার বছর আগেই গ্রাহক তার বিল পরিশোধ করেছেন যার পরিশোধিত বিলের কপি তার কাছে রয়েছে। টিএন্ডটির অবহেলার কারণেই হয়রানি হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষদের। কর্তৃপক্ষ যদি সচেতন হতো তাহলে এড়ানো যেতো এসব বিড়ম্বনা। সেই সঙ্গে সিস্টেম লসের হাত থেকে বাঁচানো যেতো দেশকে।

হাসানুজ্জামান
শাহ্আলীবাগ, মিরপুর, ঢাকা

চাকরির মেয়াদ

নতুন সরকারের প্রতি অনুরোধ রইল যেন সরকারি চাকরির মেয়াদ ও বয়সসীমা বৃদ্ধি না করা হয়। বিগত সরকার বয়সসীমা বৃদ্ধি করার কথা বলেছিলো। এমনিতেই দেশে বেকার সমস্যা প্রকট। তার ওপর যদি সরকারি চাকরির বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হয় তাহলে বেকাররা আরও সংকটের মুখোমুখি হবে। তাই বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হলে প্রবীণরা যত লাভবান হবেন, তারচেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হবে নবীনদের। তাই প্রবীণদের সামান্য সুবিধার চেয়ে নবীনদের অসুবিধার বিষয়টি নতুন সরকার যেন বিবেচনা করে এটাই নবীনদের প্রত্যাশা।

ওয়াহিদ খান
নারায়ণগঞ্জ

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ

আফগান যেখানে জ্বলছে, সারা বিশ্ব যখন যুদ্ধ সাজে সজ্জিত, ঠিক তখনই স্নায়ুযুদ্ধোত্তর বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা অর্জনের স্বীকৃতি হিসেবে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানকে নোবেল শান্তি পুরস্কার দেয়া হলো। অথচ এখনো ফিলিস্তিন, কসোভো, মেসিডোনিয়া, কাশ্মীর ও চেচনিয়ায় চলছে জাতিগত দাঙ্গা। জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাকে তোয়াক্কা না করে মোড়লিপনা বিস্তারের লক্ষ্যে আমেরিকা যে ধ্বংসলীলায় মেতেছে সেটাকে অনেকে বলছেন বুশের ক্রুসেড নীতির বহিঃপ্রকাশ আবার কেউ বলছেন মধ্য এশিয়া আমেরিকার নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তাই এখানে একটি স্থায়ী ঘাঁটি করার জন্য এ আক্রমণ। জানি না আফগান থেকে শুরু হয়ে এ যুদ্ধ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। আমরা চাই সন্ত্রাসবাদ নিপাত যাক। ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনার সঠিক তদন্ত করে সন্ত্রাসীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হোক। সারা বিশ্ব পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে অচিরেই বন্ধ হোক এই যুদ্ধ, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ।

ম. শওকত আলী, হক ম্যানশন, ঝিগাতলা, ঢাকা

শেখ হাসিনাকে বলছি

আপনার চারপাশে অসংখ্য নেতা-নেত্রী আর বুদ্ধিজীবীদের নানা কথায় আপনি দিকভ্রান্ত। তার ফলশ্রুতিতে ১ অক্টোবরের নির্বাচনে বড় ধরনের পরাজয় স্বীকার করতে হলো। আপনাকে পরামর্শ দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই। তবুও বলছি আপনি দুঃস্বপ্ন থেকে বেরিয়ে আসুন। ভেবে দেখুন আপনার অসংখ্য নেতা-নেত্রীর মাঝে কে কে দেশের জন্য, দেশের জনগণের জন্য কাজ করেছে, মানুষকে ভালোবেসেছে। সেসব নেতা-নেত্রীদের অগ্রাধিকার দিয়ে সামনের সারিতে নিয়ে আসুন। আর দলের যদি কিছু ক্ষতিও হয় সন্ত্রাসী নেতাদের দল থেকে বের করে দিয়ে নতুন করে অঙ্গীকার করুন। সংসদে আসুন। মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনুন। তাহলেই আগামীতে এই জনগণই আপনাকে মহান নেত্রীর আসনে বসাবেন। গণতন্ত্রের ক্ষমতা জনগণের হাতে, সন্ত্রাসীদের হাতে নয়।

মাহাবুব হোসেন
কেরানীগঞ্জ ঢাকা

ধর্মের রাজনীতি

'নারী নেতৃত্ব হারাম' কথাটা শুনেছিলাম চাঁপাইনবাব-গঞ্জের এক জামায়াত নেতার কাছ থেকে। গোলাম আযমের সম-পরিমাণ অপরাধী মতিউর রহমান নিজামী মহান সংসদ ভবনে চলে এসেছেন ধর্মের বুকে পা দিয়ে। তিনি কিভাবে এলেন? খালেদা জিয়া আর বিএনপি'র হাত ধরে।

জিয়াউল আফগান অনু
ATCO-P.M.S. PO. BOX.1298
JEDDAH.21431, K.SA